০৮-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান সাগর বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্সা প্রাপ্ত করতে হলে ২০-টি নখের জোর দিয়ে (ঈশ্বরীয় পাঠ) পড়াশোনা অবশ্যই করো, পড়াশোনা দ্বারা-ই রাজত্ব বা জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হবে"

প্রশ্ন : - জ্ঞান মার্গে সর্বদা কে টিকে থাকতে পারে ? উঁচু পদের প্রাপ্তির আধার কি ?

উত্তর : - যাদের পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছুতে শখ নেই, জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা আছে, তারা-ই জ্ঞান মার্গে টিকে থাকতে পারে। বাকি ধ্যান বা দর্শন করার আশা রাখবে না। খেলাধূলা করা, এসবে কোনো লাভ নেই, বরং তাতে মায়া প্রবেশ করে ফলে বাচ্চারা বাবার হাত এবং পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। উঁচু পদের প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনায় ফুল অ্যাটেনশন থাকা চাই ।

গীত :- তুমি মাতা তুমি হলে পিতা .....।

ওমশান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডের বা ধর্মাত্মা পুরুষ, তারা মন্দির ইত্যাদিতে যায়, তো তাদের মুখ থেকে ওম্ শান্তি ধ্বনি নির্গত হয়। কিন্তু তারা এই শব্দের অর্থ জানে না। আমরাও বলি ওম্ শান্তি, অহম্ আত্মা। আত্মা শব্দটি অবশ্যই আসবে। সুপ্রিম সোল অথবা আত্মা বলে ওম্ শান্তি। আমি আত্মা, আমার স্ব ধর্ম হল শান্ত। আত্মা নিজের অক্যুপেশান বলে। বাবাও বলেন ওম্ শান্তি । আমিও আত্মা কিন্তু আমায় পরম আত্মা বলা হয় কারণ আমি সর্বদা পরম ধামে বাস করি। আমি জন্ম-মরণে আসিনা। বাবা সম্মুখে এসে বলেন তোমরা পুনর্জন্মে আসো, তোমরা হলে দেহধারী। সূক্ষ্ম বতন বাসীরা হল সূক্ষ্ম দেহধারী। আমি তাদের চেয়েও ঊর্ধ্বে। আমার কোনো স্থূল দেহ নেই। সূক্ষ্ম দেহধারী বলা হয় - ইনি হলেন ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু, ইনি হলেন শঙ্কর। নাম তো দেহের তাইনা। আত্মার নয়। আত্মা দেহ ধারণ করলে দেহের নাম রাখা হয়। কেউ মারা গেলে বলা হয় অমুকের দেহ ত্যাগ হয়েছে। নাম তো দেহের থাকে আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করে। পরম পিতা পরমাত্মার জন্যে এমন বলা হবেনা যে তিনি এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করেন। সবার দেহের নাম থাকে। তোমরা বাচ্চারা আমার আপন হও তখন তোমাদের অন্য নাম প্রদান করি। যেমন গুরু নাম প্রদান করেন তাইনা। আজকাল কন্যার বিবাহের পরে তার নামও পরিবর্তন হয়। পুরুষের নাম বদলায়না কারণ পুরুষদের ব্যবসা করতে হয় নিজের নামে। মাতাদের তো ব্যবসা ইত্যাদি করতে হয়না, তাই তাদের নাম বদল করা যায়। পুরুষদের ইন্সুরেন্স ইত্যাদিতে নাম থাকে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - সবাই স্মরণ তো করে তুমি হলে মাতা-পিতা, তুমি হলে সখা, তুমি কান্ডারী, তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। দেখো, কত সম্বন্ধে আসো। দেহ ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো - কান্ডারী (নৌকা চালক) আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

বাবার কত মহিমা ! উনি আবার কবে আসবেন ? কবে এসে সঙ্গী হবেন ? এইসব জানা নেই। বলা হয় যখন ভক্তিমার্গের অন্ত সময় হয় তখন ভক্তের রক্ষার উদ্দেশ্যে আমায় আসতে হয়। আমায় কান্ডারী স্বরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা জানো কিভাবে এসে মাতা-পিতা হয়েছেন। এনাকেই কান্ডারী, গুরু বলা হয়। ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, জীবন বন্ধন থেকে জীবন মুক্তিতে নিয়ে যান তাই

ওঁনাকে পতিত-পাবন কান্ডারী বলা হয়। নতুন দুনিয়া বলা হয় - সত্যযুগ কে। দুনিয়া তো এইটাই থাকে , শুধুমাত্র পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। যেমন পুরানো ঘরে থেকে নতুন তৈরি করে পুরানো ঘর ত্যাগ করা হয় , এখানেও যখন স্থাপনা সম্পন্ন হয় তখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। ত্রিমূর্তি-র অর্থও বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করা - এই হল পরম পিতা পরমাত্মার - ই কাজ। তাঁদের দিয়ে করান কারণ তিনি হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ যিনি করান। বাবা এসে মুখোমুখি বোঝান। ব্রহ্মা দ্বারা সহজ রাজ যোগ এবং জ্ঞান তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীদের বসে শেখাই। ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্যে তোমরা সেই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করবে , নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে।

তোমরা জানো যে আমরা মাতা-পিতার কাছে পড়া করছি, এই হল ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। যদি পড়াশোনা ত্যাগ করবে তো ধরে নেওয়া হবে ভাগ্যে নেই। স্কুল তো চলবেই। বাবা এসে এই ব্রহ্মা দেহের আধারে পড়ান। সুতরাং বাচ্চারা যেখানেই থাকুক, কোনও সেন্টারে থাকুক, জানে জ্ঞান সাগর পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মার কাছে আমরা জীবন মুক্তির অথবা রাজত্বের বর্সা প্রাপ্ত করি। যদি আমরা পড়াশোনা করবনা তবে বর্সা প্রাপ্তি হবেনা। বাবা তো এসেছেন সঙ্গে নিয়ে যেতে। যখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে তখন কান্ডারী (নৌকার চালক বা খিবাইয়া) সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমরা কান্ডারী-কে জানো এবং যাঁদের দ্বারা স্থাপনা, বিনাশ, পালনা করান তাঁদেরও তোমরা জানো। তারপরে এই পড়াশোনার দ্বারা যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে রাজত্ব কর তাদেরও তোমরা জানো। বুঝতে পারো আমরা যথাযথভাবে এই পড়াশোনার দ্বারা রাজত্ব পদ প্রাপ্ত করছি। যে যত পড়বে ... পড়া না করলে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এ হল রাজ যোগের পড়াশোনা। অনেক বাচ্চারা পড়া পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। না পড়া-টাই হল ক্লান্ত হওয়া। বলে - ব্যস্, এর আগে আর আমরা পড়তে পারব না। এই পড়াতে খরচ কিছুই নেই । লৌকিক পড়া করতে গরিব ছাত্র পড়াশোনার ফিস না দিতে পারলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কিন্তু যাদের পড়াশোনা করার বিশেষ শখ থাকে তখন গভর্নমেন্টকে আবেদন করে যে আমরা পড়তে চাই কিন্তু টাকা নেই। তখন গভর্নমেন্ট টাকা দেয়। যেমন করে হোক অনুরোধ করে যে আমি পড়তে চাই , আমার বাবার কাছে টাকা নেই, আমাদের সাহায্য করুন। গভর্নমেন্ট টাকা না থাকলে রিফিউজ করে দেয়। তখন ভাবে আমাকে অবশ্যই পড়তে হবে এখন কি করনীয়? ধনী লোক বা দানী পুরুষের কাছে যাবে। আমাদের মত-পিতা হলেন গরিব আমরা পড়াশোনা করে সার্ভিস করতে চাই, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন ? রিলিজিয়াস মাইন্ড অর্থাৎ ধার্মিক মনের মানুষ যারা হবে তারা সাহায্য করবে। কন্যারা এমন করে অনুরোধ করতে পারবেনা, কিন্তু পুরুষরা করতে পারে। পড়াশোনা করে ইনকাম অনেক বেশি করা যায়। এখানে পড়াশোনাও হল আর সওদা-ও হল। এইটিবাবা হলেন সওদাগর, রত্নাকর এবং তারপরে আবার জ্ঞান সাগর।

মাতা-পিতা বেহদের জ্ঞান সাগর বলেন - আমি কল্প পূর্বের মতন তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে রাজার রাজা করি। সব পয়েন্ট ধারণ করতে হবে। পরিপক্ক বুদ্ধি ভালো ভাবে ধারণ করতে পারবে। বুদ্ধির উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। কারো সতোপ্রধান, কারো সতো, কারো রজো, তমো বুদ্ধি আছে। লৌকিক স্কুলেও স্টুডেন্টরা জানে তাদের বুদ্ধি কিরকম। সতোপ্রধান বুদ্ধিধারী পাস উইথ অনার হয়। তাদেরই মনিটর ইত্যাদি করা হয়। স্কলারশিপও প্রাপ্ত করে। এই হল আবার বেহদের স্কুল। এখানেও সতো, রজো, তমো বুদ্ধি আছে। এখানে পদ-মর্যাদা একটি-ই আছে। এইটি হলই রাজ

যোগ। ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হল একটাই। বাবা বলেন আমি বাচ্চারা তোমাদের সবাইকে রাজ যোগ শেখাই। সুতরাং যত পুরুষার্থ করবে তত উঁচু পদের অধিকারী হবে। উঁচু পদ মর্যাদার অর্থ বুঝেছ তো । নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করবে। বাবার ভালোবাসা তো সবার জন্যই আছে। সবাইকে মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। আর কেউ এমন বলতে পারবেনা যে কল্প কল্প আমি তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। এই কথা বাবা-ই বলতে পারেন কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে, যুগে আসি। মানুষ আবার যুগে-যুগে লিখে কতখানি ভুল করে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি হলাম পতিত-পাবন। আমি আসি তোমাদের পবিত্র করতে, কলিযুগের অন্ত সময়ে এবং সত্যযুগের আদিকালের সঙ্গমে। এইসময় বাবা এসে গেছেন তাই ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে হবে, বিনাশও হবে। ২০-টি নখের জোর দিয়ে পড়তে হবে, সাহস দেখাতে হবে। পড়াশোনা ছাড়বেনা। যারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তারা ফেল হয়ে যায়। বাচ্চাদের সাবধান করা হয়। কোনোরকম কাম, ক্রোধ বা লোভ, মোহের ভূত আসা চাইনা। নিজের মনের দর্পণে দেখতে থাকো - লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি ? নারদের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। তোমরা সবাই হলে ভক্ত তাইনা। ভক্তিমার্গে উত্তম গায়ন আছে পুরুষদের ক্ষেত্রে নারদ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মীরা । ওটা হল ভক্তি মার্গ। জ্ঞান মার্গে দেখতে পাও - মাম্মা-বাবার নাম বিখ্যাত আছে। তারপরে তাঁদের বিজয় মালাও তৈরি আছে। স্মরণ তাদের করা হয় যারা সুখ দেয়। তাদের স্মরণিকা নির্মাণ করা হয়। এখন তারা কি করেছে ? কেউ কলেজ খুলে, দান-পুণ্য অনেক করেছে, আর কি করবে ? এখন ইংরেজদের থেকে রাজত্ব নিয়ে কংগ্রেস রাজত্ব করেছে। বাবা বলেন এই রাজত্ব হল মৃগ তৃষ্ণার জলের মতন। যতই সুখ হোক এইসব হল মৃগ তৃষ্ণার জলের মতন। বাইরের আড়ম্বর অনেক। সায়েন্সও ১০০ বছরের জন্য । এই দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা যখন মুম্বাইয়ে সার্ভিস করতেন তখন এই বিদ্যুৎ - টেলিফোন কিছুই ছিল না। এখন সায়েন্সের আবিষ্কার অনেক । এখন কিছু বছর আরও বাকি। সায়েন্সের অহংকার ১০০ বছর ধরে আরম্ভ হয়েছে। সত্যযুগের ১০০ বছরে না জানি কি করে দেবে। সেখানে এইসব জিনিসে খুব বল থাকে যেসব তোমরা এখান থেকে নিয়ে যাও। অখন্ড, অটল, সুখ-শান্তিময় রাজত্ব করার জন্যে তোমরা বল নিয়ে যাও। তাই পড়াশোনায় এত অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত, এত পুরুষার্থ করা উচিত।

তোমরা জানো এই মাতা-পিতার কাছে ঘন সুখ প্রাপ্ত হয় তারপর যদি চলতে চলতে ছেড়ে যায় তখন শোনে না। না শুনে যদি নিজের ব্যবসায় জড়িত হয় তবে তো শেষ। যা পেয়েছে তাই পেয়েছে। হাত ছাড়লে মায়া একেবারে গ্রাস করে নেয়। গজ রূপী মায়া গ্রাহ-কে গ্রাস করে নেয়। এইসব তো হবেই। তোমরা দেখো - এমন অনেক ভালো ভালো, বড় বড় নিমন্ত্রণ দিয়ে সেন্টার খুলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তারা বলবে - ড্রামা অনুযায়ী তাদের ভাগ্যে প্রাপ্তি এত টুকু-ই আছে। তারপরে তাদের অবস্থা কি হবে ? মায়া একেবারে গ্রাস করবে। কতজন শেষ হয়েছে। যারা গভীর ধ্যান মগ্ন থাকত, খেলা ধূলা করত তারা এখন নেই। এই ধ্যান দর্শনের কখনও আশা রাখা উচিত নয়। আশা রাখলে আশায় বিঘ্ন পড়ে। মায়ার ভূতও প্রবেশ করে। ধ্যানের কত পার্ট প্লে করত । যারা ৫-৭ দিন ধ্যান মগ্ন থেকে শৈশবের পার্ট প্লে করেছে, মহারানী হয়েছে, তারা আজ নেই। এতে কোনোরকম লাভ নেই। জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় স্থির আত্মারা-ই টিকে থাকতে পারে। কখনও ধ্যান মগ্ন হওয়ার আশা রাখা উচিত নয়। বাবা যা কিছু পড়ান সেসব ধারণ করতে হবে। যত পড়াশোনা করবে তত উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। বাচ্চারা তোমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা পড়ান। আমরা পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্যে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি তারপর আমরা-ই পূজ্য থেকে পূজারীতে পরিণত হই। যারা ব্রাহ্মণ কুলের তারা-ই এইরকম বলতে

পারে। অন্যরা কেউ এমন বলতে পারেনা। ভারতের এমন খেলা তৈরি আছে। তোমরা বলবে আমরা পূজ্য স্বরূপ সেই দেবী-দেবতায় পরিণত হই। পূজ্য আত্মারা-ই নীচের দিকে গিয়ে পুরোপুরি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। বাচ্চারা এইসব জানে। শিববাবার অকূপেশান-ও তোমরা জানো। সেকেন্ডের নিশ্চয় দ্বারা তোমরা বর্সা প্রাপ্ত কর। বলে আমরা ঈশ্বরের আপন হই তবুও ঈশ্বরকে ত্যাগ করা - ওয়ান্ডার হল তাইনা। স্কুলে পড়াশোনা করে, ভালো নম্বরে পাস করলে সুপুত্র বলা হবে। স্টুডেন্ট নিজেকেও সুপুত্র ভাববে। পিতা এবং শিক্ষকও বলবেন এই হল সুপুত্র। এখানে ইনি তো একজন-ই হলেন পিতা, টিচার, সদগুরু। পিতাও তিনি আবার টিচার রূপে আমাদের পড়ান তারপরে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বাবা বলেন আমরা সঙ্গে একত্রে ফিরব। তোমাদের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল, যা এখন জাগ্রত হচ্ছে। আমার জ্যোতি সর্বদা জাগ্রত থাকে। সবটাই হল আত্মার কথা। তোমরা জানো আমরা আত্মা অশরীরী এসেছি তারপরে অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। আমাদের খেলা পূর্ণ হয়ে আবার রিপিট হবে। এইসব বোঝার ক্ষমতা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

তুমি মাতা পিতা .... তোমার পড়াশোনার কৃপায় আমরা ঘন সুখের অনুভব করি। এমন মাতা-পিতাকে কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, ত্যাগ করা উচিত নয়। বাবা বলেন এমন মাতা-পিতা, বাপদাদাকে, যিনি তোমাদের এত বর্সা প্রদান করেন, তাঁকে চিঠি লিখে পাঠাবে তাহলে বাবা বুঝবেন - বাচ্চারা স্মরণ করে। বাবার স্নেহ-স্মরণ তো প্রতিদিন মুরলিতে আসেই। বাচ্চাদের চিঠি দেরিতে এলে বাবা ভাববেন সম্পূর্ণ স্মরণ করেনা। বাবার তো লেখার দরকার নেই। বাবার তো রোজ মুরলি যায়। বাবা স্নেহ-স্মরণ দিয়েই থাকেন। তিনি তো হলেন জাগ্রত জ্যোতি। বাচ্চাদের বোঝান পত্র বা চিঠি অবশ্যই লিখতে থাকো। অনন্য বাচ্চাদের চিন্তা হয়না। যারা টলমল করে তাদের বোঝানো হয় - ভুলে যেও না, পড়াশোনা করতে থাকো। বাবার কাছে সব খবর তো আসে তাইনা। রেজিস্টারে নাম লেখা থাকে। জিজ্ঞাসা করেন - এই বাচ্চাটি অ্যাবসেন্ট কেন ? রোজ অ্যাবসেন্ট থাকলে ধরা হয় - মরে গেছে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - অমুক বাচ্চার কোনো খবর আসেনি ? তখন লেখা হয় অমুক এখন আসেনা, সংশয় বুদ্ধি হয়েছে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে হয়তো নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিজয় মালায় স্থান লাভ করতে সাহস দেখাতে হবে। স্মরণ যোগ্য হতে গেলে সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) সুপুত্র (বাধ্য) স্টুডেন্ট রূপে পিতা-শিক্ষকের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। কখনও কাম বা ক্রোধের বশে বশীভূত হয়ে উল্টো কর্ম করবেনা।

বরদান : - সর্ব রুহানী খাজানায় সম্পন্ন হয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকতে পারা অলরাউন্ড সেবাধারী ভব

ব্যাখা: অলরাউন্ড সেবাধারী অর্থাৎ মাস্টার সুখ দাতা, মাস্টার শান্তি দাতা, মাস্টার জ্ঞান দাতা। দাতা সদা সম্পন্নমূর্ত হয়। নিজে যেমন হবে অন্যদের তেমনই তৈরি করবে। রূহানী সেবাধারী অর্থাৎ এভাররেডি ও অলরাউন্ড। অলরাউন্ডার সে হতে পারে যে সম্পন্ন হয়, যে সম্পন্ন সে সন্তুষ্ট হবে এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করবে। যে কোনো রকমের অপ্রাপ্তি অসন্তুষ্টতা উৎপন্ন করে। সন্তুষ্ট থাকা এবং সন্তুষ্ট করার বিধি হল সম্পন্ন এবং দাতা হওয়া।

স্লোগান – শুভ ভাবনা, শুভ কামনার গোল্ডেন গিফ্ট সঙ্গে থাকলে যে কোনো আত্মার পরিবর্তন করতে পারো ।